মোকাবেলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

কমিটি দেশপ্রেমিকদের প্রতি সকল জেলা শহর ও ইউনিয়নে পনের দিনের মাঝে সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণ ও পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদকের ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোড, ১২ নম্বর বাড়ী, ঢাকা, — সাথে যোগাযোগ করে শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটি গঠন করার আহবান জানান।

অন্য এক প্রস্তাবে শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সকল ইউনিটের প্রতি জুম্মার বৃহত্তর জামাত সংগঠন এবং ইসলাম ও ইসলামের আবাসভূমির প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আহবান জানানো হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতির ভাষণে মৌলবী ফরিদ আহমদ সংস্থার নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান মুহূর্তে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য চীনের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুজ্জামানও সংস্থার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকে মৌলবী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত এবং পাকিস্তান ও ইসলামের খেদমতে আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করা হয়। সদস্যেরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

জনাব ওয়াজিউল্লাহ্ খান, মোহাম্মদ আলী সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা নূরুজ্জামান ও আজিজুর রহমান খান এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আবুল ফয়েজ বোখারী, আবদুর রশীদ ও ডক্টর আবদুর রফিককে সদস্য কোঅপ্ট করা হয়।

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ

গত বুধবার শান্তি কমিটি নামে পরিচিত নাগরিক শান্তি কমিটির এক সভায় সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে এই কমিটির কাজের আওতায় আনা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, কমিটি প্রয়োজন মতো আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। জনসাধারণ যাতে দ্রুত প্রদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য তাদের পেশার কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি প্রদেশে সত্বর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কমিটি তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের কাজ দ্রুত ও যথোপযুক্তভাবে চালিয়ে যাওয়ার ও তাদের

নীতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করেছে: — ১। আহবায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দিন ২। জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম ৩। অধ্যাপক গোলাম আজম ৪। জনাব মাহমুদ আলী ৫। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ৬। মওলানা সিদ্দিক আহমদ ৭। জনাব আবুল কাসেম ৮। জনাব মোহন মিয়া ৯। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ১০। জনাব আবদুল মতিন ১১। অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ১২। ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন ১৩। পীর মহসীন উদ্দিন ১৪। জনাব এ এস এম সোলায়মান ১৫। জনাব এ কে রফিকুল হোসেন ১৬। জনাব নূরুজ্জামান ১৭। জনাব আতাউল হক খান ১৮। জনাব তোয়াহা বিন হাবিব ১৯। মেজর আফসারউদ্দিন ২০। দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী ২১। হাকিম ইরতেয়াজুর রহমান।

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারী নিয়োগ

এপিপির খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা নগরীর ইউনিয়ন ও মহল্লাগুলোতে শান্তি কমিটি সংগঠনের জন্য আহবায়ক মনোনীত করেছে। অনেক স্থানে এর মধ্যেই ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউনিট কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সকল রকমের তথ্য ঢাকায় মগবাজারস্থ ৫ নম্বর এলিফ্যান্ট লেনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। জনগণের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস ২৪ ঘণ্টার জন্যই খোলা থাকবে এবং জনগণের সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য কমিটির দফতর সম্পাদক জনাব নুরুল হক মজুমদার এডভোকেটকে অফিসে পাওয়া যাবে।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি সংগঠনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি রোজই বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। কমিটি স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া এবং সব স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে নেতা ও কর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমিটি জনগণের নিকট থেকে তাদের সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ ও তা লাঘবের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সামরিক সেক্টরের সাহায্য লাভের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করেছে। তারা ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারদিগকে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি অফিসে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ...

—দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১।

সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান

শান্তি কমিটির আহ্বায়কের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীর